দৈনিক ইত্তেফাক

29

তারিখ JAN. 26 2000
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

পাঠ্যপুস্তক সরবরাহে কারসাজি

ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের দরুন যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী কিনতে হয় আকাশচুম্বী দামে, সেখানে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনিয়ম, অব্যবস্থা এবং পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকদের মধ্যে পরস্পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিরোধের ফলে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের আপাততঃ পুরাতন বইই কিনতে হয় এবং পরে আবার নতুন পাঠ্য বই কেনার জন্য আর্থিক ও মানসিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। প্রত্যেক অভিভাবকই বিষয়টি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির জন্য কারা দায়ী তাদের সনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? প্রতি বছরই একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এক অনাকাঙ্ক্ষিত হয়রানিমূলক পরিস্থিতির কবলে নিক্ষেপ করার যে প্রবণতা এক বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে তা থেকে নিস্তার পাওয়ার স্থায়ী ও নিশ্চিত ব্যবস্থা এখন সময়ের বড় দাবী হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধুমাত্র আর্থিক ফায়দা লোটার পথ খোলা রাখতেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশনা ব্যবস্থার বিঘ্ন সৃষ্টি করে লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে বলে যে অভিযোগ এসেছে, তার সদুত্তর কর্তৃপক্ষই দিতে পারেন। অভিযোগ রয়েছে যে, কোন সৎ লোক পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে কাজ করতে পারে না। যে কোন সমস্যার ত্রুটি চিহ্নিত করে তা নিরসনের উদ্যোগ নেয়ার সময় হলেই বদলী করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, ধীর গতির কারণে মাধ্যমিক শ্রেণীসমূহের গুটি কয়েক বই ছাড়া প্রাইমারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই ছাপা এবং যথাসময়ে তা বিতরণের বিষয়ে কোন অসঙ্গতি সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। এছাড়া যা হবে তা কৃত্রিম সংকট। যথাযথ পরিসংখ্যান ছাড়া অতিরিক্ত বই ছাপিয়ে অর্ধেক কমিশন নেয়ার খায়েশ পূরণের কারণেই গত বছরের বিক্রীত বইয়ের মজুদ নিঃশেষ করার লক্ষ্যে এ বছর সকল প্রকাশক ও প্রেসসমূহের মালিকগণ এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রভাবশালী মহলটি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। তারা গড়িমসি করে সময়ক্ষেপণের মাধ্যমে নতুন বই ছাপাতে বিলম্ব করে এবং নতুন বই কম ছাপিয়ে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করায় লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এসব অভিযোগ সত্য কিনা তা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী রাখে। অতিরিক্ত বই ছাপিয়ে পরবর্তী বছর কম বই ছাপানোর অনুমতি কিভাবে পায় এবং এ কাজ বৈধ কিনা এ প্রশ্নও বিবেচ্য। এরূপ কর্মকাণ্ড কিভাবে চলতে পারে তা দেখার কি কেউ নেই? পুরাতন বই পরবর্তী বছর নতুন বই হিসাবে চালিয়ে দেয়ার জালিয়াতি কি অপরাধের আওতায় আসে না? সে প্রশ্নও থেকে যায়। বিলম্বে পাণ্ডুলিপি তৈরীর কারণে অসময়ে সংশোধন ও পজেটিভ করার জন্য তাড়া থাকায় এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কোন প্রুফ সেকশন না থাকায় কোন নিয়মনীতি ছাড়াই যাকে-তাকে দিয়ে অথবা সম্পাদকদের দিয়েই প্রুফের কাজ সম্পন্ন করার কারণে পজেটিভে ভুল থেকে যায় এবং ভুলে ভরা পজেটিভ দিয়েই বই ছাপানোর কারণে পাঠ্যপুস্তকে ভুল থাকে একথা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একই প্রক্রিয়ায় কাজ হওয়া সত্ত্বেও ফি বছর একই ভুল, একই অনিয়ম এবং একই সংকট সৃষ্টি হবে কেন? প্রায় অর্ধশত প্রতিষ্ঠান কিছু বই সংশোধন ও পরিমার্জন করে প্রকাশ করলেও শতাধিক প্রতিষ্ঠান এই সংশোধন ও পরিমার্জন করে প্রকাশের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না বলে যে অভিযোগ রয়েছে তার কারণও অনুসন্ধান করে দেখার বিষয়। এ সম্পর্কে কোন্ প্রতিষ্ঠান কতটুকু দায়ী এবং এর কারণ কি তা উদঘাটন করে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলে ভবিষ্যতে সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না বলে অনেকেই মনে করেন এবং তা করাও একান্ত আবশ্যক।

অতি সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি প্রতিবেদনে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড সম্পর্কে অনুরূপ অভিযোগ করা হয়েছে যে, সংশোধিত ও পরিমার্জিত বই বাজারে নেই, পুরনো বইই কিনতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। গত বছরের মাঝামাঝি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই সংশোধন ও পরিমার্জন করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। গত বছরের ১ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশোধিত বইগুলো বাজারজাত হওয়ার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের পর দেড় মাসেরও অধিককাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু সংশোধিত বই আজও বাজারে না আসার মূল কারণ হিসাবে যে বড় অভিযোগের কথা উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল– পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুইটি সমিতির মধ্যে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টির জন্য পরস্পরকে দায়ী করা। বিষয়টি যেহেতু স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের বিবেচ্য বিষয় সেহেতু যথাযথ তদন্ত করে দ্রুত নতুন পাঠ্যপুস্তকগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করাই হচ্ছে বোর্ডের প্রথম কাজ। তদন্ত সাপেক্ষে উত্থাপিত অভিযোগগুলো সত্য প্রমাণিত হলে তার যথাযথ প্রতিকার করাও প্রয়োজন। ভবিষ্যতে পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের যেন অহেতুক হয়রানির শিকার হতে না হয় অবশ্যই তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।